পরিবর্তনের সনদ

মানবিক সহায়তার স্থানীয়করণ

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী মানবিক সেবা নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো, মানবিক সহায়তা সম্পর্কিত বিশ্ব সম্মেলনে যেসব আলাচনা হয়েছে, যেসব আলোচনার উৎপত্তি হয়েছে তাকে স্বাগত জানাই। আমরা মনে করি, মানবিক সহায়তা নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর জন্য এখনই সময় নিজেদের সংগঠনের কাজ করার ধরণের পরিবর্তন এনে বিশ্ব সম্মেলন থেকে উঠে আসা সুপারিশগুলোর উত্তমরূপ বাস্তবায়নের, যাতে করে দরিদ্র দেশগুলোর জাতীয় শক্তিগুলো মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে অধিকতর ভূমিকা রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলো প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি যে, আমরা পরিবর্তনের সনদ-এর নিচের আটটি বিষয় আগামী ২০১৮ সালের মে মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করবো।

আমরা অনুন্নত দেশভিত্তিক এনজিও, যারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও-এর সঙ্গে কাজ করছি, তারা এই পরিবর্তনের সনদ গ্রহণ করছি। আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থাগুলো যারা এই সনদ স্বাক্ষর করেছে তাদেরকে এই সনদ ধারণ করার জন্য এবং যারা স্বাক্ষর করেনি তাদেরকে এটি স্বাক্ষর দানে সচেষ্ট থাকবো।

১. মানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত দরিদ্র দেশের এনজিওগুলোর জন্য প্রত্যক্ষ অর্থায়ন বাড়ানো: বর্তমানে মানবিক সহায়তার মোট অর্থায়নের মাত্র ০.২% সরাসরি দরিদ্র দেশের এনজিওদের কাছে যায়, মোট ২৪.৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে মাত্র ৪৬.৬ মিলিয়ন ডলার। আমরা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি যে, অধিপরামর্শ এবং নীতি প্রভাবের মাধ্যমে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে উৎসাহিত করবো যাতে তারা বছর বছর দরিদ্র দেশের এনজিওদের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অর্থায়ন বৃদ্ধি করে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ২০১৮ সালের মে মাসের মধ্যে আমাদের নিজেদের মধ্যকার মোট অর্থের কমপক্ষে ২০% দরিদ্র দেশভিত্তিক এনজিওগুলো পাবে। আমরা আমাদের সহযেগিতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে আমাদের দাতা সংস্থাগুলোর যোগাযোগ করিয়ে দেব যাতে সরাসরি অর্থায়ন হতে পারে।

২. অংশীদারিত্বের মূলনীতির পুনর্নিশ্চিতকরণ: আমরা গ্লোবাল হিউম্যানিটারিয়ান প্লাটফরম ২০০৭ কর্তৃক প্রচলিত অংশীদারিত্বের মূলনীতি (সমতা, স্বচ্ছতা, ফল ভিত্তিক পদ্ধতি, দায়িত্ব এবং একে অন্যের পরিপূরক) গ্রহণ এবং স্বাক্ষর করলাম।

৩. দরিদ্র দেশের জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা: আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের শক্তিগুলোর কাছে বিনিয়োগ পৌঁছাতে আস্থা তৈরি করতে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিশ্চিত করতে হবে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে আমরা যেসব সংগঠনের সঙ্গে কাজ করি তার তথ্য আমরা লিপিবদ্ধ করে রাখবো এবং এগুলো আমরা বিভিন্ন ক্যাটাগরির কথা উল্লেখ করে প্রকাশ করবো, যেমন **GHA3** বা **IATI** মান।

৪. স্থানীয় দক্ষতাকে অবজ্ঞা বন্ধ: আমরা যদি স্থানীয় কোন এনজিওর দক্ষ কোনও কর্মীকে মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য চুক্তিবদ্ধ করি তবে ৬ মাসের মধ্যে অথবা কিছু বেশি সময়ের মধ্যে সেই সংগঠনের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ চিহ্নিত করবো এবং তা প্রদান করবো। উদাহরনস্বরূপ এটা হতে পারে তার প্রথম ৬ মাসের বেতনের ১০% নিয়োগ ফি হিসেবে প্রদান করা।

৫. জাতীয় শক্তি বা উৎসগুলোন গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া : আমরা দাতা সংস্থার সঙ্গে অধিপরামর্শ করবো যাতে তারা বিভিন্ন পার্টনারশিপ বা অংশীদারিত্বের কাঠামো বিবেচনার সময় বা প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বানের ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওর সঙ্গে কাজ করে।

৬. সাব কন্ট্রাকটিং সংক্রান্ত বিষয়: আমাদের স্থানীয় এং জাতীয় সহযোগীরা কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশ নেয় এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও অংশীদারিত্ব নীতি প্রণয়নে প্রভাবিত করতে পারে।

৭. ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি: বিশ্ব মানবিকতা সংক্রান্ত সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় শক্তিগুলো যাতে আরও বড় সংগঠন হতে পারে এবং ক্রমাগত উন্নতি করতে পারে সেজন্য আমরা সহযোগিতা প্রদান করবো। আমরা প্রচুর প্রশাসনিক সহায়তার উদ্যোগ গ্রহণ করবো। আমাদের সহযোগিতার একটি নিদর্শন হতে পারে যে, আগামী ২০১৮ সালের মে মাসের মধ্যে আমাদের সহযোগীদের জন্য সম্পদ বরাদ্দ করবো। মে ২০১৮ সালের মধ্যে আমরা আমাদের মানবিক সাহায্যের কত অংশ সরাসরি আমাদের সহযোগী সংগঠনগুলো মাধ্যমে করতে পেরেছি তা প্রকাশ করবো।

৮. অংশীদরদের সম্পর্কে সংবাদ এবং গণমাধ্যমে যোগাযোগ: আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংবাদ ও গণমাধ্যমে আমরা স্থানীয় শক্তিগুলোর ভূমিকার কথা তুলে ধরবো এবং তাদের কাজের স্বীকৃতি দেব এবং যদি নিরাপত্তা বিষয় সহ-য়ক হয় তবে তাদেরকে মুখপাত্র হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করবো:

আরও তথ্যের জন্য | charter4change.org

Charter4CHANGE
www.charter4change.org